যায়যায়দিন

তারিখ 29 APR 2009
পৃষ্ঠা ৫৫ কলাম

এক শিক্ষক এক স্কুল

শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য এ নীতি কার্যকর করুন

শিক্ষার হার বাড়ানো ও প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া রোধ করার জন্য দেশের প্রতিটি গ্রামে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ওয়ানম্যান টিচিং সেন্টার' অর্থাৎ এক শিক্ষক বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করতে চায় সরকার। এসব স্কুলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করার ব্যবস্থা হবে। এসব স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কাজ করবেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এছাড়া এলাকাভিত্তিক শিক্ষিত বেকার তরুণদেরও আগ্রহের ভিত্তিতে কাজে লাগানো হবে। অর্থের অভাবে এবং অন্য নানা কারণে প্রথাগত বিদ্যালয়ে যেতে না পারা শিশুদের শিক্ষার সুযোগ তৈরির জন্য সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ ধরনের চিন্তাভাবনা করছে। সমাজকল্যাণমন্ত্রী এনামুল হক মোস্তফা শহীদ যায়যায়দিনকে এসব তথ্য দিয়ে তার মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরনের একটি প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মাধ্যমে শিগগির মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে উত্থাপন করা হবে বলে জানান।

বাংলাদেশের প্রতি গ্রামে এখনো গড়ে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়নি। দেখা যায়, কোনো গ্রামে একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, আবার দু-দশটি গ্রাম মিলেও কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। স্কুল না থাকায় এ প্রবণতা বেশি দেখা যায় ভাটি ও দুর্গম অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে আট-দশ মাইল হেঁটে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ফলে দেখা যায়, পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠা পর্যন্ত অনেক শিশুই ঝরে পড়ে। আবার দেখা যায়, রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে দলে দলে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় ঠিকই; কিন্তু তাদের যারা শিক্ষাদান করবেন সেই শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকেন সরকারি অন্য কাজে। ফলে শিশুর অভিভাবকরা এক সময় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। শিশুকে শিক্ষাগ্রহণ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গৃহস্থালির কাজে লাগিয়ে দেন।

বর্তমানে একজন প্রাথমিক শিক্ষককে শিশু জরিপ, কৃষিশুমারি, ন্যায্য মূল্যের চাল বিক্রি তদারকি, জন্মনিবন্ধন ফরম পূরণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, উপবৃত্তি দেয়া, মাসে একজন শিক্ষার্থীর বাড়ি যাওয়া, পরীক্ষা নেয়া, খাতা দেখা ও ফল প্রকাশ, মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণসহ বিভিন্ন কাজ করতে হয়। ফলে শিক্ষকের প্রধান কাজটিই গৌণ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে শিক্ষার হার নিম্নগতি ও ঝরে পড়ার জন্য এসব অনুষঙ্গকে ঘাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর যদি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাহলে শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতি আসবেই। বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী। আমরা মনে করি, মন্ত্রীর এ ধারণা বিজ্ঞানমনস্ক। তবে এ নিয়ে আরো গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এ ক্ষেত্রে সরকার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের এনএফপিই (নন-ফরমাল প্রাইমারি এডুকেশন) কার্যক্রম থেকে প্রয়োজনীয় করণীয় ঠিক করতে পারে। ব্র্যাকের ওই কার্যক্রমে দেখা যায়, একজন শিক্ষকের অধীনে ৩০ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ফলে ওই শিক্ষার্থীরা যেমন শিক্ষকের মনমানসিকতা বোঝে আবার শিক্ষকও শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন। ব্র্যাক এ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে এবং দেখা গেছে, ব্র্যাক স্কুল থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অপেক্ষা ভালো ফল করছে।

ব্র্যাকের যে শিক্ষকরা শিক্ষাদান করেন, তারা মাস শেষে বেতন পান। আর বেতন পান বলেই শিক্ষা কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। 'এক শিক্ষক এক স্কুল'-এর ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের বেতন দেয়ার জন্য বাজেটে এ বছর থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। না হলে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী হোক বা স্নাতক ডিগ্রিধারী বেকার যুবকই হোক কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রশ্নে বা সমাজ উন্নয়নের মহান ব্রতধারী দু-চারজন শিক্ষক হয়তো পাওয়া যাবে; কিন্তু ব্যাপক অর্থে তা কোনো কাজে আসবে না।